করোনায় কারসাজি

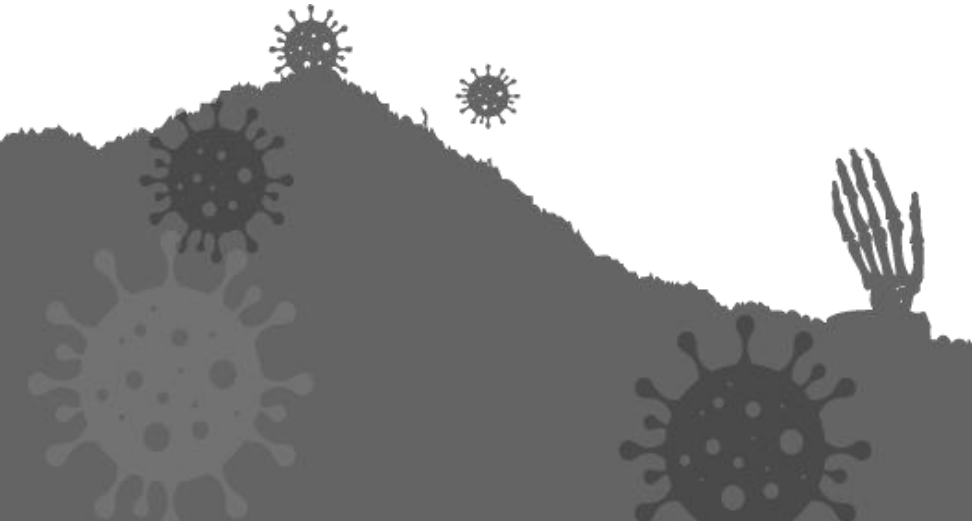

করোনায় কারসাজি

খান মাহবুব

করোনায় কারসাজি
খান মাহবুব

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ডা. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৫০ টাকা

Koronay Karsaji by Khan Mahbub Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2021
Cell: +8801717217335 Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 150 Taka RS 150 US 7 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95196-6-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

করোনায় দেহনাশ হওয়া পাঁচ সহকর্মী প্রকাশক
আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ
নজরুল ইসলাম বাহার, শিখা প্রকাশনী
লুৎফর চৌধুরী, সন্দেশ
সজীব সাহা, মুক্তধারা
আবুল হাসনাত, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স

ভূমিকার বিকল্প

প্রকৃতি মানুষের দম্ভকে বৃদ্ধাঙ্গুলি খুব একটা দেখায় না। বরং মানুষের শাসনের মধ্যেই প্রকৃতি নিজেকে যাপন করে। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ যে অবিচ্ছদ্য–কার্যগত কারণেই। এজন্য মানব পৃথিবীতে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেলে প্রকৃতি নিধনকর্ম চালায়। ঝড়-জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, বন্যা ছাড়াও মহামারি প্রকৃতি হতেই আবির্ভাব।

সভ্যবলে দাবিদার মানুষ যারপরনাই প্রকৃতির উপর অবিচার করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং বাহ্যিক চাকচিক্য বর্ধনে মত্ত। এ সব করতে গিয়ে মানুষকে নানা রোগ শোকেরও মাতম কম সহ্য করতে হয়নি । হাম, বসন্ত, ফ্লু, কলেরা, ক্যানসার, এইডস থেকে সর্বশেষ মানুষের আগ্রাসী উন্নয়নের ফসল করোনা।

অদৃশ্য এই ভাইরাস (যার নাম কোভিড-১৯) এতই শক্তিধর যে শক্তির তুষ্টিতে ডেকুর তোলা মানুষকে মৃত্যুপুরীতে ঠেলে দিয়ে নাকাল দশায় পতিত করলো। কোনো কার্যকর চিকিৎসা তো নেই, ঘরে বসে থেকেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। আবার অবস্থার পরিবর্তন হলেও কীভাবে ঠিক থাকবে তারও কোনো দিশা নেই মানুষের কাছে।

বৈশ্বিক এই দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশ বাইরে থাকে কি করে! করোনার প্রথম ধাপে এক দিকে মার্চ ২০১৯ থেকে বাংলাদেশে প্রাণ সংহার হতে থাকে, বিপরীত ক্রমে মানুষের এই দুর্যোগকে পুঁজি করে সোনার বাংলার সোনার মানুষদেরও অভাব হলো না। মাস্ক, হ্যান্ড সেনেটাইজারসহ সুরক্ষা সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে দিল কয়েকগুণ।

করোনার মতো মহামারি যেমন শতাব্দীতে একবার পাওয়া গেছে এই করোনাকে পুঁজি করে ধান্দার সুযোগটা তো আর বারবার আসবে না, তাই করোনার তাণ্ডবের সাথে সুযোগ পাওয়া মানুষগুলো নিপীড়ন চালাতে ভুললো না। সরকার সীমিত সামর্থ নিয়ে যেটুকু এগিয়ে এলেন মানুষকে সহায়তা করতে সেই সুযোগে মওকা পাওয়া গ্রাম্য চেয়ারম্যান, মেম্বার ও রাজনৈতিক ফটকাবাজাররা গড়ে তুললো ত্রাণের সামগ্রী দিয়ে বাড়ি কিংবা গুদাম ঘরে চালের খনি, তেলের খনি ইত্যাদি। হায় মানুষ, হায় মানবিকতা! তবে করোনাকালে কিছু মানুষের মানবিকতার জাগরণ আশাব্যঞ্জক হলেও যথেষ্ট নয়।

নগর সাধুদের অনেকেই ব্যবসার কম সুযোগ নেয় নি। করোনার নকল সনদ থেকে নকল মাস্ক সরবারাহ সব কিছুতে ছিলো লুপেন শ্রেণির দাবার ছক। করোনা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তকে নতুন বাস্তবতায় দাঁড় করিয়েছে। শহর ছেড়ে অনেকে হয়েছেন ব্যস্তচ্যুত। এই মানুষগুলো করোনা পরবর্তী নয়াবিশ্বে কীভাবে সনাতনী পেশার অভিজ্ঞতা নিয়ে লাগসই টিকে থাকবে নতুন তথ্য-প্রযুক্তির সামনে নিশ্চিত করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

করোনা প্যান্ডেমিকের দ্বিতীয় ওয়েবের মধ্যেই আরো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে আরো ভয়াবহ নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস। উল্লেখ্য, প্রাণঘাতী এ ভাইরাসের মারাত্মক 'পি ৬৮১ আর' ভ্যারিয়েন্ট বা ধরন বাংলাদেশেও শনাক্ত হয়েছে।

করোনায় পাল্টে দিয়েছে জীবন, জীবিকাসহ মানুষের ধ্যান ধারণা। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই এক সময় করোনার তাণ্ডব থেমে স্বাভাবিক রূপে ফিরবে পৃথিবী। এই নবায়িত পৃথিবীতে করোনার স্মৃতি মাথায় রেখেই সাজাতে হবে পরিবেশ বান্ধব পৃথিবী–টিকে থাকার স্বার্থেই।

এই বইতে করোনাকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট–সুরক্ষা সামগ্রী, ত্রাণ, করোনার টিকা নিয়ে যে সব বিষয়ের অবতারণা হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি করোনায় মানুষের জীবিকা, সংস্কৃতি, উৎসব লোকাচার ও মনোজগতে যে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের জমিন

সেটে দিয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত রয়েছে। করোনায় মানুষের টিকে থাকা ও করোনা পরবর্তী পরিবেশবান্ধব মানবিক পৃথিবী বিনির্মাণের নানা বিষয় স্থান দেয়া হয়েছে।

বইটিকে তথ্য সমৃদ্ধ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যায়ন বিভাগের আমার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সূত্র হতে সংগ্রহ করা করোনার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, জলবায়ু, পোশাকশিল্প ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পরিশিষ্টে স্থান দেয়া হয়েছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশ এই যাত্রার সহযোগিতা পাওয়া ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উল্লেখ্য বইয়ের লেখাগুলো বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত। বইতে সংযোজনের ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়েছে।

সামগ্রিক বই কাঠামোর উপস্থাপনায় করোনা বিষয়ে আগ্রহীদের কিছুটা কেবল খোরাকই নয় বরং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ভবিষ্যতে টিকে থাকার বার্তাও জোগাবে।

আপনাদের পরামর্শে পরবর্তী সংস্করণটি আরো শোভন ও পাঠকপ্রিয় হবে এই আশা করছি—করোনাকালে দাঁড়িয়েও।

খান মাহবুব
প্রাবন্ধিক ও খণ্ডকালীন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেলফোন: ০১৭১১-৩৬৩০৩০
e-mail: mahbub.sahana@gmail.com

সূচিপত্র

করোনার ক্রান্তিকাল : আমাদের হালচাল ১৩
করোনার সঙ্গে বসবাস ১৮
করোনা অনেক কিছু উন্মোচন করছে ২৪
করোনার বিষাদমাখা ঈদ ২৯
করোনাকালে প্রকাশনাশিল্পে দুর্যোগ ৩৩
করোনাকে পুঁজি করল যারা ৩৮
করোনায় মানবিক পৃথিবী ৪৩
করোনায় নয়া বিশ্বব্যবস্থা ৪৮
করোনার দ্বিতীয় ঢেউ : পর্যবেক্ষণ ও উত্তরণ ৫৩
উৎসবের আমেজহীন আরেকটি ঈদ ৫৮

পরিশিষ্ট-১ : শিক্ষা ৬৩
পরিশিষ্ট-২ : অর্থনীতি ৬৬
পরিশিষ্ট-৩ : পোশাক শিল্প ৬৮
পরিশিষ্ট-৪ : কৃষিখাত ৭১
পরিশিষ্ট-৫ : করোনা ও জলবায়ু পরিবর্তন ৭৪
পরিশিষ্ট-৬ : করোনাবিষয়ক পরিসংখ্যান ৭৮

করোনার ক্রান্তিকাল : আমাদের হালচাল

মানুষ কতটা অসহায়, সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাস। শতবর্ষেও এমন দুর্যোগের সাক্ষাৎ মেলেনি মানবজাতির। সর্বত্রভাবে স্বীকার করা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন নিদারুণ দুর্ভোগে পড়েনি মানবকুল। স্বাস্থ্যবিজ্ঞনীদের দেয়া নাম কোভিড-১৯ নামীয় ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চীনের উহান প্রদেশে স্বল্পমাত্রায় ডিসেম্বর ২০১৯-এ। এরপর প্রলয় শুরু করে এ পর্যন্ত চীনে কেড়ে নিয়েছে তিন হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ। মুশকিল হলো, এ ভাইরাস বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে আক্রান্ত দেশের সংখ্যা ২০৮। এতই গাণিতিক হারে করোনা ভাইরাস বৃদ্ধি পায় যে, যদি কোনো জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে প্রতিকারের উদ্যোগে একটু উনিশ-বিশ করে—তাহলে রক্ষা নেই। এ কথার জলজ্যান্ত প্রমাণ বিশ্বমোড়ল আমেরিকা, উন্নত ইউরোপ, বিশেষত ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্স। আমাদের বাংলাদেশ দরিদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। করোনা মোকাবিলার জন্য আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা খুব একটা অনুকূল নয়।

বাংলাদেশে মহামারি-দুর্যোগেও মানুষ অধিক অনৈতিক মুনাফা খোঁজে এবং পুঁজি বৃদ্ধির মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করে অনেকে। করোনাকালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ বেশ কিছু নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় করোনাকালে—সোশ্যাল ডিসটেন্স, লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন ইত্যাদি। করোনার যেহেতু এখনও কোনো কার্যকর প্রতিষেধক নেই, সেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিজ

গৃহে অবস্থান, জনসমাগম এড়িয়ে এই ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে পরামর্শ দেয়। সরকার উদ্যোগ নিল, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, সেনাবাহিনী মাঠে নামল।

করোনার লকডাউন চলাকালে পুলিশের অসহায়ত্ব দেখেছি। মানুষ কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না—যেন অকারণে রাস্তায় ঘুরতে না বের হলে পেটের ভাত হজম হয় না। পুলিশের অনুরোধ উপেক্ষা করতে চায় অধিকাংশ মানুষ। আবার পশ্চাৎদেশে দুই ঘা দিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাতিয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানুষকে রাস্তায় বের হতে দেবে না আবার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম লাঠিচার্জ করলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড়। পুলিশের কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থা। অথচ রাস্তায় কতটা করোনার ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতিবেশী ভারতে করোনা মোকাবিলায় নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। তাই রাস্তায় কেউ বের হলে উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলে কোনো বিচার-বিবেচনা নেই, সোজা পিটুনি। ফিলিপাইন পিটুনিতেও যথার্থ কাজ না হওয়ায় গুলির নির্দেশ দিয়েছে পর্যন্ত। শুনতে কিছুটা অমানবিক লাগে। কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে কিছু অসচেতন মানুষকে মোলায়েম ভাষায় হেদায়েতের বাণী আওড়ানোর সময় এখন নয়।

সরকারি ছুটিতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে নিম্নশ্রেণি ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণির মানুষ। সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ সমন্বিত নয় বলে সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সবার হাতে প্রয়োজনীয় নিত্যভোগ্য পণ্য পৌঁছায় না। আর নিম্ন-মধ্যশ্রেণি এত দীর্ঘদিন কোনো আয় না থাকায় মহাবিপাকে পড়েছে। মানসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে রাস্তায় ত্রাণের জন্য দাঁড়াতে পারছে না আবার ঘরের অবস্থাও সঙ্গিন। সরকারকে নিম্ন-আয়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবর্তীর জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। করোনাকালীন সরকারি-বেসরকারি ত্রাণের সমন্বয় প্রয়োজন। প্রতিটি জেলা-উপজেলায় এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ বিতরণ মঙ্গলকর। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সেল গঠন করে উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক দূরত্বের কথা

বিবেচনায় রেখে ত্রাণসামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। কারণ করোনার প্রভাব থাকবে আরও কিছু সময়। করোনা শনাক্তের পরীক্ষা ও চিকিৎসায় প্রথম পর্যায়ে যে ভোগান্তি ছিল, সরকারের সানুগ্রহ দৃষ্টিতে সেটি কাটতে শুরু করেছে। তবে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ জরুরি। করোনার মতো মহামারি ঠেকাতে সরকারের চেয়ে জনগণের দায়িত্বও কম নয়। কারণ আইন, বিধি, প্রয়োগমাত্রা যা-ই করুক, মানুষ যদি স্বেচ্ছায় গৃহান্তরীণ না হয়ে সরকার-ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি স্বপ্রণোদিত হয়ে না মানে—তাহলে সরকার বিধি, প্রজ্ঞাপন, ডিক্রি ও প্রয়োগ মাত্রা কঠোর করে আশাতীত সুফল আনা কষ্টসাধ্য। করোনা একটি বৈশ্বিক দুর্যোগ। সরকার ও জনগণের একতাবদ্ধ প্রয়াস বড়ই প্রয়োজন। সরকারের পক্ষ থেকে করোনা সম্পর্কে তথ্য প্রচারে স্বচ্ছতা ও বাস্তবসম্মত হওয়া অধিক প্রয়োজন। তথ্যপ্রবাহের অবাধ যুগে যদি সরকার কোনো তথ্য চাপা রাখে, তাহলে পরবর্তী সময়ে তা প্রকাশ পেলে জনমনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অধিক সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

করোনা ভাইরাস কোনো জনপদে স্থানীয় সংক্রমণ থেকে মাত্রা বাড়িয়ে দুই সপ্তাহ পর সাধারণত মহামারিতে রূপ নেয়। কাজেই সাবধানতা প্রথম থেকেই কঠোরভাবে প্রতিপালন প্রয়োজন। প্রাথমিক সাবধানতা কঠোরভাবে প্রতিপালন না করলে কী হয়—তা যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেনকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থা যেটুকু ছিল, ৪ এপ্রিল ২০২০ হঠাৎ গার্মেন্টস খুলে দেয়ার ঘোষণায় অবস্থা বেগতিক হয়েছে। গার্মেন্টস মালিকরা শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে শিল্প-কারখানা খোলার ঘোষণা দেন এবং শ্রমিকদের রয়েছে চাকরি হারানোর ভয়। উপায় না পেয়ে লকডাউনের মধ্যেও হেঁটে, পণ্যবাহী ট্রাকে হাজারো শ্রমিক ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের অভিমুখে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রওনা হন। সমালোচকরা বলেন, সরকার-ঘোষিত গার্মেন্টসের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দ্রুত পেতেই এমন সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা নাজমা আক্তার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর

ঘোষিত ৫ হাজার কোটি টাকার ফায়দা লুটতে মালিকরা শ্রমিকদের গরু-ছাগলের মতো টেনে-হিঁচড়ে কারখানায় নিয়ে আসছে' (আমাদের সময়, ৫ এপ্রিল ২০২০)।

পক্ষান্তরে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় অবিবেচকের মতো বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো গার্মেন্টস বন্ধের ঘোষণা আসেনি।' তিনি সুকৌশলে মানুষের আবেগকে আশ্রয় করে বলেন, 'যেসব গার্মেন্টসে অর্ডার আছে অথবা পিপিই তৈরি করছে, তারা স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা দিয়েই কারখানা চালু রাখতে পারবেন।'

রুবানা হক কি একবার উদ্যোগ নিয়েছেন হাজারো শ্রমিক কীভাবে আসবেন? কীভাবে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করবেন শ্রমিকদের? প্রশাসন তৎপর হলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আসা থেমে যায়। কিন্তু পরদিন থেকে দেশে করোনা সংক্রমণের হার দ্রুত বাড়তে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন, এত শ্রমিকের রাস্তায় চলাচল বেড়ে যাওয়া সংক্রমণের অন্যতম কারণ কিনা? যদি উত্তর ইতিবাচক হয়, তাহলে পোশাক মালিকদের সংগঠনের শীর্ষ কর্তা হিসেবে তার দায়বদ্ধতার জন্য কী ব্যবস্থা প্রয়োজন! একজন পুলিশ ভয়াবহ করোনা ঠেকাতে লাঠির বাড়ি দিলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা চাই, একজন ম্যাজিস্ট্রেট করোনা ঠেকাতে কান ধরালে তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়। তাহলে এক রুবানা হকের জন্য কী প্রযোজ্য?

নারায়ণগঞ্জের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে লকডাউন নয়, আরও কঠোর হয়ে কারফিউ ডাকার অনুরোধ জানিয়েছেন তার এলাকায়। অথচ এই সময়ও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে তিন শতাধিক গার্মেন্টস খোলা। কত পিপিই বানায় গার্মেন্টস কারখানাগুলো? সরকার করোনা মোকাবিলায় সচেতনতার পাশাপাশি বাস্তবতা বিবেচনায় কঠোরতাও অবলম্বন করছে। ইতোমধ্যে সব ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ করেছে, এমনকি মসজিদে নামাজে মুসল্লিদের অংশগ্রহণ নিবৃত্ত করেছে।

১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে করোনার কারণে ৮৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাই জনগণের সচেতনতার ওপর ভর কমিয়ে মানুষকে ঘরে রাখতে